মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ:

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৩টি	০৩টি	০০টি	০০টি	০৩টি	০৩টি	৩৭৫%	০৩টি	৯২.১৪%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৩টি**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:**

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	"সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)"	১৩৩৯০.৯৪	১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
২.	"মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"	১২২৫৫৯.৪৭	জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯
৩.	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি (১ম সংশোধিত)	৭৯৭৭৫.৪০	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯

সংযুক্তি-১

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:**

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১ বিদ্যালয়গুলোর নামজারি প্রক্রিয়া ধীরগতি।	১.১ বিদ্যালয়গুলোর নামজারি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
	১.২ সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা, সিলেট এবং কে ডি এ খান জাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির খেলার মাঠের যে অংশে মাটি ভরাটের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।	১.২. সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা, সিলেট এবং কে ডি এ খান জাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির খেলার মাঠের যে অংশে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়নি এবং সে অংশে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
	১.৩ দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীরের কাজ অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে।	১.৩. দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীরের যে অংশ অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে সে অংশের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
	১.৪ আলাউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির ভবন সাত তলা বিশিষ্ট এবং ডিপিপিতে বিল্ডিং ডিজাইনে দুইটি লিফট থাকলেও লিফট দুইটি এখন পর্যন্ত হস্তান্তর হয়নি।	১.৪. আলাউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির ভবন সাত তলা বিশিষ্ট এবং ডিপিপিতে বিল্ডিং ডিজাইনে দুইটি লিফট থাকলেও লিফট দুইটি এখন পর্যন্ত হস্তান্তর হয়নি-এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক লিফট এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	১.৫ কে ডি এ খান জাহান আলীসরকার উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টিতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে তাতে ত্রুটি রয়েছে ফলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের সময় ওভারফ্লো হয়ে থাকে। ১.৬ শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল-এ ছাদের যে সকল স্থানে বৃষ্টির পানি ঠিকভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং পানি চুইয়ে পড়ে।	করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে। ১.৫ কে ডি এ খান জাহান আলীসরকার উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টিতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে তাতে ত্রুটি রয়েছে ফলে বৃষ্টিপানি নিষ্কাশনের সময় ওভারফ্লো হয়ে থাকে-এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ড্রেনেজ সিস্টেম এর কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। ১.৬ শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল-এ ছাদের যে সকল স্থানে বৃষ্টির পানি ঠিকভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং পানি চুইয়ে পড়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে সকল পয়েন্ট নির্ধারন করে সমস্যাটি উদ্ভবের কারন খুজে বের করে তা সমাধান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।
২.	২.১ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে এসইডিপি শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় “সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম” শীর্ষক স্কীমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এক্ষেত্রে সিম পরিবর্তন, পিন ভুলে যাওয়া এবং ফোনে প্রতারণার শিকার হওয়াসহ শিক্ষার্থীগণ উওবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	২.১ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে এসইডিপি শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় “সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম” শীর্ষক স্কীমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এক্ষেত্রে সিম পরিবর্তন, পিন ভুলে যাওয়া এবং ফোনে প্রতারণার শিকার হওয়াসহ শিক্ষার্থীগণ উওবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়ে বর্তমানে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত স্কীমের স্কীম ডিরেক্টর কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এ বিষয়ে স্কীম পরিচালক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সহায়তায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণের বিড়ম্বনা কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ২.২. বর্তমানে এসইডিপি কর্মসূচির আওতায় “সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম” শীর্ষক যে স্কিম পরিচালিত হচ্ছে সে স্কিমের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্ত হচ্ছে তাদেরকে “ বাল্যবিবাহের কুফল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি- ইত্যাদি- বিষয়ক বিশেষ মোটিভেশন প্রদান করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

১. প্রকল্পের নামঃ সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)।

২. (ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩. প্রকল্পের অবস্থানঃ সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকা।

৪. প্রকল্পের ধরণঃ বিনিয়োগ।

৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় মূল প্রঃ ব্যয়ের (%)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)			
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫২০০.০০	১৫১৯২.০০	১৩৩৯০.৯৪	১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩০ জুন ২০১৪	১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	(-) ৮.০০ (-০.০৫%)	৬৬ মাস (৩৭৫%)

* প্রকৃত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে মোট ১৩৭৮৫.৯৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ১৩৩৯০.৯৪ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে (ট্রেজারী চালানের কপি পিসিআরের সংযুক্তি ২৩নং পাতা) এবং বাকি টাকা উত্তোলন করা হয়নি (এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়ন পাওয়া গিয়েছে, প:পৃ: ১২৬)

৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
১.	অফিসারদের বেতন	জন	৮৪.০০	০২	৭৯.৬০	০২
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৬.৫০	০২	১২.৩৩	০২
৩.	ভাতাদি	জন	৮৪.০০	০৪	৭৩.৫১	০৪
৪.	প্রকল্প পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়	থোক	২৩০.৬১	থোক	১৯৯.৮৮	থোক
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৬.০০	থোক	১২.৬৯	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
৬.	PIU এর জন্য আসবাবপত্র	সংখ্যা	২.৯৭	২৮	২.৯৭	থোক
৭.	PIU এর জন্য অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	১২.৮০	৫১	১২.৮০	থোক
৮.	PIU এর জন্য যানবাহন	সংখ্যা	৪৭.১৯	০১	৪৭.১৯	০১
৯.	বিদ্যালয়স্মূহের জন্য আসবাব	সংখ্যা	৯০১.৯৬	১৫৮৩২	৮৯৯.৮০	১৫৮৩২
১০.	বিদ্যালয়সমূহের অফিসের জন্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	২০.৩৩	৩১৫	১৯.৬৭	৩১৫
১১.	বিদ্যালয়সমূহের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫৪৩.২৩	৭০৭	৫৩৪.৯৬	৭০৭
১২.	বিদ্যালয়সমূহের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটারের আনুষাঙ্গিক	সংখ্যা	২৬০.৫৬	১২৭৫	২৫৪.৮০	১২৭৫
১৩.	বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিজ্ঞান সরঞ্জাম	সংখ্যা	৭০.০০	থোক	৬৯.৫১	থোক
১৪.	বিদ্যালয়সমূহের জন্য বই এবং রেফারেন্স উপাদান	--	১৬.৮০	থোক	১৬.৭০	থোক
১৫.	বিদ্যালয়সমূহের জন্য শিক্ষা উপাদান	--	২৩.৮০	থোক	২৩.৭৭	থোক
১৬.	বিদ্যালয়সমূহের জন্য খেলার সরঞ্জামাদি	--	৮.৪০	থোক	৮.৩৮	থোক
১৭.	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	২৪৮১.২০	৯.৮১৩১	২৩৯৮.৬৭	৮.৮৮৮১
১৮.	নির্মাণ কাজ	--	১০২২৪.৯৭	৭টি বিদ্যালয়	৮৭২৩.৭১	৭টি বিদ্যালয়
১৯.	ফিজিক্যাল ও ব্যয় কন্টিজেন্সি	--	১৪৬.৬৮	--	কোনো কন্টিজেন্সি ব্যয় হয়নি	
সর্বমোট=			**১৫১৯২.০০**		**১৩৩৯০.৯৪**	

৭. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা যায়।

৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১. পটভূমিঃ

সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটিতে পূর্বে যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল তা সময়ের সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" বিনিয়োগ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যকৃত ৩টি মেট্রোপলিটন শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই ৭টি বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বর্ধিত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক ভবন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। সিলেট, বরিশাল, খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে শিক্ষা উপকরণসহ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এই তিনটি মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা মিটছে।

৮.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ভর্তি হওয়া বর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণি কক্ষের সংস্থান করা।
- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনিয়তার নিরীখে শিক্ষা উপকরণসহ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন শহর ৩টির বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন; এবং
- সিলেটে ২টি, বরিশালে ২টি ও খুলনা মেট্রোপোলিটন এলাকায় ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৮.৩. অনুমোদন পর্যায়সমূহঃ

মাধ্যমিক ও শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পটি ১৫,২০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/১০/২০১২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় গত ১৪/১১/২০১২ তারিখে। পরবর্তীতে প্রকল্পটিতে কিছু সংশোধন আনয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যয় হ্রাসপূর্বকক ১৫,২০০.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১৫,১৯২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রথম সংশোধন করা হয় যার প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় ২৬/১১/২০১৫ তারিখে। পরবর্তীতে অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ মূলত জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯। উল্লেখ্য এই প্রকল্পটির ব্যয় নির্বাহ সম্পূর্ণই জিওবি দ্বারা হয়েছে।

৮.৪. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন। অধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উন্নত মানের শ্রেনিকক্ষ এবং ল্যাব নির্মান।
- বর্ধিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং লেখা-পড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষা উপকরণ এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি ।
- আধুনিক আইসিটি শিক্ষা ও বর্তমান পৃথিবীর চাকুরীর বাজারে কর্মদক্ষ হবার মত করে ছাত্রদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও আইসিটি সুবিধা সরবরাহ করা।
- সকল পর্যায়ে আইসিটি ও এবং কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন করা।
- উন্নত শিক্ষাদান ও জ্ঞান বিতরনের জন্য ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান ও তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৮.৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১.	মোঃ রফিকুল ইসলাম উপসচিব	১৯/০২/২০১৩	২৮/১২/২০১৬	পূর্ণকালীন
২.	মোঃ নুরুন্নবি প্রফেসর	২৮/১২/২০১৬	২৮/০৫/২০১৮	পূর্ণকালীন
৩.	মোঃ শাহ আলম প্রফেসর	১১/০৬/২০১৮	২৭/০৩/২০১৯	পূর্ণকালীন
৪.	চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ প্রফেসর	২৭/০৩/২০১৯	৩১/১২/২০১৯	পূর্ণকালীন

৯. মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ-

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০. অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫১৯২.০০ লক্ষ টাকার (সর্বশেষ সংশোধিত) বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৩৩৯০.৯৪ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের ৮৮.১৪%। পিসিআর এ আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত অর্থ বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থছাড়	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		টাকা	বাস্তব অগ্রগতি	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	১০
২০১২-১৩	১৭.৫০	১৭.৫০	-	১৭.৫০	১৭.০২	১৭.০২	
২০১৩-১৪	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-	৬৫০.০০	৬৪৯.০১	৬৪৯.০১	
২০১৪-১৫	২৭৫০.০০	২৭৫০.০০	-	২৭৫০.০০	২৭৪৩.১২	২৭৪৩.১২	
২০১৫-১৬	১৪৫৭.০০	১৪৫৭.০০	-	১৪৫৭.০০	১৪৫৬.০৫	১৪৫৬.০৫	
২০১৬-১৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	৩৩৬৯.৬৬	৩৩৬৪.৩০	৩৩৬৪.৩০	
২০১৭-১৮	২০২৮.০০	২০২৮.০০	-	২০২৬.৮০	১৯৯৩.২৩	১৯৯৩.২৩	
২০১৮-১৯	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০	-	১৬৪০.০০	১৬৪০.০০	১৬৪০.০০	
২০১৯-২০ (ডিসেম্বর/১৯)	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	১৮৭৫.০০	১৫২৮.২১	১৫২৮.২১	
মোট	**১৫০৬২.৫০**	**১৫০৬২.৫০**	-	**১৩৭৮৫.৯৬**	**১৩৩৯০.৯৪**	**১৩৩৯০.৯৪**	**১০০%**

(অব্যয়িত অর্থঃ ১৩৭৮৫.৯৬-১৩৩৯০.৯৪= ৩৯৫.০২ লক্ষ টাকা)

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• সিলেট, বরিশাল, খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়া বর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষের সংস্থান করা;	• লক্ষ্যকৃত ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটিতে মাধ্যমিক স্তরে পর্যাপ্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। এই ৭টি বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বর্ধিত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক ভবন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।
• সিলেট, বরিশাল, খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে শিক্ষা উপকরণসহ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা;	• সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটিতে শিক্ষার্থীদের বর্তমান চাহিদা মোকাবেলায় শেখার উপকরণ সহ উন্নত ভৌত/অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
• সিলেট, বরিশাল, খুলনা মেট্রোপলিটন শহর ৩টির বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা;	• সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন শহরের নির্বাচিত এলাকায় সরকারি স্কুলের চাহিদা মেটাতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
• শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন; এবং	• এই ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিলেট, বরিশাল ও খুদে প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• সিলেটে ২ টি, বরিশালে ২টি ও খুলনা মেট্রোপরিটন এলাকায় ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন।	• সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটিতে পূর্বে যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল তা সময়ের সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এই তিনটি মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাবে।

১২. উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ

নির্ধারিত সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৩. অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অডিট বিভাগ কর্তৃক অডিট সম্পাদন করা হয়েছে এবং ১০টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ (ডিসেম্বর ২০১৯) এর অডিট পিসিআর প্রেরণ করা পর্যন্ত সম্পাদন করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প কার্যালয় হতে অডিট বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির পিসিআর মূল্যায়নের জন্য গত ০৯/১২/২০২১ তারিখ বরিশাল এবং ০৯/০১/২০২২ তারিখ সিলেট জেলা অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি, বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগন, অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১. শহীদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ

এই বিদ্যালয়টি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাউনিয়া নামক এলাকায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি সপ্তম তলা ভবন বিশিষ্ট এবং কক্ষ সংখ্যা ৪৯টি। প্রতিটি কক্ষ মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। বিদ্যালয়টিতে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যার জন্য আলাদা তিনটি ব্যবহারিক কক্ষ রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে একটি কম্পিউটার ল্যাব, নামাজের কক্ষ, লাইব্রেরি, কমন রুম, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অন্যান্য শিক্ষকদের কক্ষ, অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ওয়াশ ব্লক রয়েছে। সপ্তম ফ্লোরে একটি বড় হল রুম রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে চলাচলের জন্য লিফট রয়েছে এবং লিফটের সাথে জেনারেটরের সংযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়টির ডানপাশে রয়েছে প্রধানশিক্ষকের বাসভবন যা দোতলা বিশিষ্ট একটি ডুপ্লেক্স ভবন এবং স্কুল ভবনের অন্যপাশে রয়েছে জেনারেটর রুম। বিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য বড় মাঠ রয়েছে।



স্থির চিত্র: শহীদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

১৪.২. শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ

এ বিদ্যালয়টি বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার রূপাতলি এলাকায় প্রায় এক একর জমির উপর অবস্থিত। বিদ্যালয়টি সপ্তম তলা ভবন বিশিষ্ট এবং কক্ষ সংখ্যা ৪৯টি। প্রতিটি কক্ষ মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। বিদ্যালয়টিতে নবম ও দশম শ্রেণির ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যার আলাদা তিনটি ব্যবহারিক কক্ষ রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে একটি কম্পিউটার ল্যাব, নামাজের কক্ষ, লাইব্রেরি, কমন রুম, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অন্যান্য শিক্ষকদের কক্ষ, অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ওয়াশ ব্লক রয়েছে। সপ্তম ফ্লোরে একটি বড় হল রুম রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে চলাচলের জন্য ভবনের দুই পাশে দুইটি লিফট রয়েছে এবং লিফটের সাথে জেনারেটরের সংযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়টির ডানপাশে রয়েছে প্রধানশিক্ষকের বাসভবন যা দোতলা বিশিষ্ট একটি ডুপ্লেক্স ভবন এবং স্কুল ভবনের অন্যপাশে রয়েছে জেনারেটর রুম। বিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য বড় মাঠ রয়েছে।



স্থির চিত্র: ছাদের ড্যাম্প-শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

১৪.৩. সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা সিলেটঃ

এ বিদ্যালয়টি সিলেট শহরের এয়ারপোর্ট রোডে অবস্থিত। বিদ্যালয়টির পাশে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বিদ্যালয়টি ষষ্ঠতলা ভবন বিশিষ্ট এবং কক্ষ সংখ্যা মোট ৪১ (একচল্লিশটি)।প্রতিটি কক্ষ মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। বিদ্যালয়টিতে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যার জন্য আলাদা তিনটি ব্যবহারিক কক্ষ রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে একটি কম্পিউটার ল্যাব, নামাজের কক্ষ, লাইব্রেরি, কমন রুম, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অন্যান্য শিক্ষকদের কক্ষ, অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ওয়াশ ব্লক রয়েছে। ষষ্ঠ ফ্লোরে একটি বড় হল রুম রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে চলাচলের জন্য ভবনের দুই পাশে দুইটি লিফট রয়েছে এবং লিফটের সাথে জেনারেটরের সংযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য বড় মাঠ রয়েছে।



স্থির চিত্র: কম্পিউটার ল্যাব-সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা।

১৪.৪. দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেটঃ

সিলেট মেট্রোপলিটন সিটির পূর্বপ্রান্তে সুরমা নদীর তীর ঘেঁষে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে। ভবনটি ৭ (সাত) তলা বিশিষ্ট এবং ভবনের দুই পাশে দুইটি লিফট আছে। এই ভবনে সর্বমোট ৪৯টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। বিদ্যালয়টিতে নবম ও দশম শ্রেণির ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যার আলাদা তিনটি ব্যবহারিক কক্ষ রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে একটি কম্পিউটার ল্যাব, নামাজের কক্ষ, লাইব্রেরি, কমন রুম, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অন্যান্য শিক্ষকদের কক্ষ, অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ওয়াশ ব্লক রয়েছে। সপ্তম ফ্লোরে একটি বড় হল রুম রয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রধান শিক্ষকের বাস ভবন আছে তবে জেনারেটরের জন্য আলাদা রুম নেই। বর্তমানে জেনারেটর সিঁড়ির নিচে রাখা হয়েছে।




চিত্র: দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট বিদ্যালয়টির অর্ধনির্মিত সীমানা প্রাচীর।

১৪.৫. অবশিষ্ট ৩টি বিদ্যালয়ঃ

পরিদর্শিত চারটি বিদ্যালয় ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় আরও তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে যা খুলনা মেট্রপলিটন সিটির অভ্যন্তরে নির্মান করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা/ ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন এবং যে পর্যবেক্ষণগুলো উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ-

১৪.৫.১. কে ডি এ খান জাহান আলীসরকার উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনাঃ

এই বিদ্যালয়টি খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় নির্মিত হয়েছে। নির্মান কাজ সম্পন্ন করে বিদ্যালয়টি হস্তান্তর করা হয়েছে জুলাই,২০১৯ সালে। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষন টেলিফোনের কথোপকথনের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির সমস্যা সম্পর্কে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। সমস্যাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল-

- বিদ্যালয়টির খেলার মাঠ পর্যাপ্ত ভাবে সমান করা হয়নি। মাঠটির বিভিন্ন স্থান উঁচু-নিচু হয়ে আছে ফলে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য উপযুক্ত নয়।
- বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে তাতে ত্রুটি রয়েছে ফলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের সময় ওভারফ্লো হয়ে থাকে।
- শিক্ষক কমনরুমের আয়তন ছোট হওয়ায় একসাথে কয়েকজন শিক্ষকের বসা এবং কাজ করতে সমস্যা হয়।

১৪.৫.২. আলাউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনাঃ

এই বিদ্যালয়টি খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় নির্মিত হয়েছে। নির্মান কাজ সম্পন্ন করে বিদ্যালয়টি হস্তান্তর করা হয়েছে জুন,২০২০ সালে। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষন টেলিফোনের কথোপকথনের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির সমস্যা সম্পর্কে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। সমস্যাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল-

- বিদ্যালয়টির ভবন সাত তলা বিশিষ্ট এবং ডিপিপিতে বিল্ডিং ডিজাইনে দুইটি লিফট থাকলেও লিফট দুইটি এখন পর্যন্ত হস্তান্তর হয়নি।

১৫. পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১. বরিশাল, সিলেট ও খুলনা মহানগরীতে স্থাপিত বিদ্যালয়গূলো পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, প্রকল্প শেষে বিদ্যালয়গুলোর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও অদ্যাবধি এই বিদ্যালয়গুলোর নামজারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

১৫.২. সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা, সিলেট বিদ্যালয়টির খেলার মাঠের কিছু অংশে মাটি ভরাটের কাজ অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি।

১৫.৪. দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীরের কিছু অংশ অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে।

১৫.৫. দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুলে জেনারেটের জন্য আলাদা কোন কক্ষ রাখা হয়নি ফলে আলোচ্য প্রকল্পে প্রাপ্ত জেনারেটরটি বর্তমানে বিদ্যালএয়র সিঁড়ির নিচে রাখা হয়েছে।

১৫.৬. শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল -এ ছাদের কতিপয় স্থানে বৃষ্টির পানি ঠিকভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং পানি চুইয়ে পড়ে ।

১৫.৭. শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির প্রতিটি ফ্লোরে বারান্দার ওয়ালের নিচের দিকের ফিনিশিং সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে পরিদর্শনকালে উপস্থিত শিক্ষা প্রকৌশলী জানান, বারান্দায় মোজাইক বসানোর সময় মোজাইক মেশিনের কাজের সময় ওয়ালের এই অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১৫.৮. কে ডি এ খান জাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টিতে খেলার মাঠ পর্যাপ্ত ভাবে মাটি ভরাট করে সমান করা হয়নি। মাঠটির বিভিন্ন স্থান উঁচু-নিচু হয়ে আছে ফলে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য উপযুক্ত নয়।

১৫.৯. কে ডি এ খান জাহান আলীসরকার উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টিতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে তাতে ত্রুটি রয়েছে ফলে বৃষ্টিপানি নিষ্কাশনের সময় ওভারফ্লো হয়ে থাকে।

১৫.১০. আলাউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির ভবন সাত তলা বিশিষ্ট এবং ডিপিপিতে বিল্ডিং ডিজাইনে দুইটি লিফট থাকলেও লিফট দুইটি এখন পর্যন্ত হস্তান্তর হয়নি।

১৫.১১. পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ ও ওয়াশব্লকের দরজাগুলো বাঁকা অবস্থায় পাওয়া যায় যা ব্যবহার অনুপোযোগী বলে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৫.১২. আলোচ্য প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও মলিবোর্ডগুলো কোভিড মহামারির কারণে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকায় এ যন্ত্রগুলো অব্যবহৃত ছিল ফলে এ যন্ত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা গিয়েছে।

১৫.১৩. প্রধানশিক্ষকের বাসভবন এবং বিদ্যালয়ের মাঝে একটি বাউন্ডারি ওয়াল থাকলে ভাল হত মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৬. সুপারিশঃ

১৬.১. বিদ্যালয়গুলোর নামজারি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

১৬.২. সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লাক্কাতুরা, সিলেট এবং কে ডি এ খান জাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির খেলার মাঠের যে অংশে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়নি এবং সে অংশে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১৬.৩. দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীরের যে অংশ অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে সে অংশের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১৬.৪. আলাউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টির ভবন সাত তলা বিশিষ্ট এবং ডিপিপিতে বিল্ডিং ডিজাইনে দুইটি লিফট থাকলেও লিফট দুইটি এখন পর্যন্ত হস্তান্তর হয়নি-এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক লিফট এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

১৬.৫. কে ডি এ খান জাহান আলীসরকার উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা, বিদ্যালয়টিতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে তাতে ত্রুটি রয়েছে ফলে বৃষ্টিপানি নিষ্কাশনের সময় ওভারফ্লো হয়ে থাকে-এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ড্রেনেজ সিস্টেম এর কাজ সঠিকভাবে করতে হবে।

১৬.৬. শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল-এ ছাদের যে সকল স্থানে বৃষ্টির পানি ঠিকভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং পানি চুইয়ে পড়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে সকল পয়েন্ট নির্ধারন করে সমস্যাটি উদ্ভবের কারন খুজে বের করে তা সমাধান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

১৬.৭. উল্লিখিত সুপারিশসমূহের (১৬.১-১৬.৬নং অনুচ্ছেদ) আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) **শীর্ষক** প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

১. প্রকল্পের নামঃ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।

২. (ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩. প্রকল্পের অবস্থানঃ ১৮৭টি উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।

৪. প্রকল্পের ধরণঃ বিনিয়োগ।

৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় মূল প্রঃ ব্যয়ের (%)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)			
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯১৩৮.৩৬	১৩৩০১৫.৬০	১২২৫৫৯.৪৭	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	৯২.১৪%	১০০%

৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ (±)	মন্তব্য
			পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব:								
১.	অফিসারদের বেতন		২৯৮.৯০	১০	২১০.৫৭	১০	৮৮.৩৩	Manpower Two officers post was vacant and ০১ RO was appointed OSD attachment and salary was not
২.	কর্মচারীদের বেতন		২৯.৪০	০৪	১২.৯৭	০৪	১৬.৪৩	
	উপমোট=		**৩২৮.৩০**	**১৪**	**২২৩.৫৪**	**১৪**	১০৪.৭৬	
ভাতাদি:								
৩.	মহার্ঘ ভাতা		৪.৮৫	থোক	৪.৮৫	থোক	০.০০	
৪.	প্রেষণ ভাতা		৪.৩৯	থোক	৪.৩৭	থোক	০.০২	
৫.	বাড়ী ভাড়া		৯৪.৬৫	থোক	৮৮.৪৪	থোক	৬.২১	
৬.	শ্রান্তি বিনোদন ভাত		৭.৩৪	থোক	৬.৬৮	থোক	০.৬৬	
৭.	নববর্ষ ভাতা		৩.৫৬	থোক	৩.২৭	থোক	০.২৯	
৮.	উৎসব ভাতা		৩৭.২৩	থোক	৩৬.৩৫	থোক	০.৮৮	
৯.	চিকিৎসা ভাতা		৭.৯১	থোক	৭.৬২	থোক	০.২৯	

ক্র: নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ (±)	মন্তব্য
			পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০.	টিফিনভাতা		০.২৬	থোক	০.২৩	থোক	০.০৩	drown
১১.	শিক্ষা ভাতা		১.৯১	থোক	১.৮০	থোক	০.১১	
১২.	যাতায়াত ভাতা		০.২৫	থোক	০.২১	থোক	০.০৪	
১৩.	আপ্যায়ন ভাতা		০.১৭	থোক	০.০৭	থোক	০.১০	
১৪.	অতিরিক্ত কাজের ভাতা		১.৪০	থোক	০.০০	থোক	১.৪০	
১৫.	মোবাইল ভাতা		০.৩১	থোক	০.২৪	থোক	০.০৭	
১৬.	অন্যান্য ব্যয়		২.৬২	থোক	১.৪৯	থোক	১.১৩	
	উপমোট=		**১৬৬.৮৫**		**১৫৫.৬২**		১১.২৩	
১৭.	আপ্যায়ন ব্যয়		৩.৫০	থোক	৩.৫০	থোক	০.০০	
১৮.	সেমিনার/মা সমাবেশ		৪১০.০০	থোক	৪০৯.৯৪	থোক	০.০৬	
১৯.	ডাক		০.৪০	থোক	০.০০	থোক	০.৪০	
২০.	টেলিফোন		৮.৭৬	থোক	৭.৫২	থোক	১.২৪	
২১.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		৫.৫০	থোক	৩.৯২	থোক	১.৫৮	
২২.	শ্রমিক ও মজুরী		৯৯.৯০	থোক	৯৮.৬০	থোক	১.৩০	
২৩.	ব্যাংক চার্জ		৮৯৩.৪৬	থোক	৬৮১.১৬	থোক	২১২.৩০	Projection was ০.৮১% higher than the bedding price ০.১৯%
২৪.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমন		১২১.২৮	থোক	১২০.৬৭	থোক	০.৬১	
২৫.	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		২৬৪.২৬	থোক	২৬৩.৬৩	থোক	০.৬৩	
২৬.	স্টেশনারি		৬.৪১	থোক	৬.৩৬	থোক	০.০৫	
২৭.	কম্পিউটার সফটওয়্যার		০.৯৩	থোক	০.৯৩	থোক	০.০০	
২৮.	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি		১৫৬.৮০	থোক	১৫২.৬২	থোক	৪.১৮	
২৯.	কনসারটেন্সি		১৫০.০০	থোক	১৪৬.৯০	থোক	৩.১০	
৩০.	সম্মানী		১০.৫০	থোক	১০.৪৮	থোক	০.০২	
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন								
৩১.	মোটর যানবাহন		৪.২৩	থোক	৩.৮৮	থোক	০.৩৫	Stipend: Projection of total no. of students was ৭৩.৫৪ lacs but after opening new mobile account total no. of students decrease
৩২.	আসবাবপত্র		৪.৭২	থোক	২.৩১	থোক	২.৪১	
৩৩.	কম্পিউটার মেরামত		৬.০৯	থোক	৩.৪৭	থোক	২.৬২	
৩৪.	অফিস সরঞ্জাম		৬.৩৬	থোক	৪.৯৪	থোক	১.৪২	
৩৫.	প্রজেক্ট বেনিফিট		০.০০	থোক	০.৭৫	থোক	-০.৭৫	
৩৬.	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি		১৩০২০৫.৫৬	থোক	১২০১০৬.৭৫	থোক	১০০৯৮.৮১	
	মোট রাজস্ব=		**১৩২৮৫৩.৮১**		**১২২৪০৭.৪৯**		**১০৪৪৬.৩২**	
(খ) মূলধন								
৩৭.	মোটরযান		১৩০.৭৬	থোক	১২২.০১	থোক	৮.৭৫	
৩৮.	কম্পিউটার সামগ্রী		১৭.৭১	থোক	১৬.৯৩	থোক	০.৭৮	
৩৯.	অফিস যন্ত্রপাতি		১৩.৩২	থোক	১৩.০৪	থোক	০.২৮	
	উপমোট=		**১৬১.৭৯**		**১৫১.৯৮**		**৯.৮১**	

ক্র: নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ (±)	মন্তব্য
			পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সর্বমোট (ক+খ)=		**১৩৩০১৫.৬০**		**১২২৫৫৯.৪৭**		**১০৪৫৬.১৩**	to ৬৬.৮৮ lacs Bedding price ৮.৭৫ lacs taka less than the projection price

সূত্র: প্রাপ্ত পিসিআর (পৃষ্ঠা নং-৪)।

৭. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর পর্যালোচনা করে জানা যায়।

৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১. পটভূমিঃ

নারী শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করা হয়। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাশাপাশি পাশের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে Pro-poor Approach এ সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড (এসইএসপি) প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯ সালে শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০% দরিদ্র ছাত্রীদের এবং ১০% দরিদ্র ছাত্রদের উপবৃত্তি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসইএসপি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝড়ে পড়া রোধ ও শিক্ষা মানোন্নয়নে প্রসার ঘটে। এসইএসপি প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৪ সালে শেষ হবার পর প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় "মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা ১৭/০২/২০১৫ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৩০/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১৪ থেকে জুন'২০১৯ পর্যন্ত।

৮.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করা ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষার সমাপ্তি (এসএসসি) পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচন করা ;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা করা ;
- শিক্ষক, অভিভাবক ও জনপ্রতিনিধিদের নারী শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৮.৩. অনুমোদন পর্যায়সমূহঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৯১৩৮.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই'২০১৪ হতে জুন'২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে একনেক কর্তৃক গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৩৩০১৫.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি) ব্যয়ে জুলাই'২০১৪ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ৩১/১০/২০১৭ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১৪ থেকে জুন'২০১৯ পর্যন্ত।

৮.৪. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- উপবৃত্তি ও টিউশন ফি;
- মোটরযান, কম্পিউটার সামগ্রী, অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়;
- মোটর যানবাহন, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি মেরামত;
- কনসালটেন্সি;
- সেমিনার/মা সমাবেশ;
- প্রচার ও বিজ্ঞাপন
- শ্রমিক মজুরী;
- কর্মকর্তাদের বেতন, কর্মচরিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা প্রদান।

৮.৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১.	মোঃ আফজাল হোসাইন উপসচিব	০১/০৭/২০১৪	২৮/০৬/২০১৬	পূর্ণকালীন
২.	শরিফ মর্তুজা মামুন উপসচিব	২৮/০৬/২০১৬	৩১/১২/২০১৯	পূর্ণকালীন

৯. মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ-

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০. অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৩০১৫.৬০ লক্ষ টাকার (সর্বশেষ সংশোধিত) বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১২২৫৫৯.৪৭ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের ৯২.১৪%। পিসিআর এ আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				অর্থছাড়	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব		টাকা	বাস্তব অগ্রগতি	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	১০	১১
২০১৪-১৫	২১৮৬০.০০	২১৮৬০.০০	-	২১৬১৯.৫০	২১৮৬০.০০	২১৮০৮.১২	২১৮০৮.১২	২১৫৯৯.৪০
২০১৫-১৬	২৩১০০.০০	২৩১০০.০০	-	২২৬২৩.৫০	২৩১০০.০০	২৩০৬৬.১০	২৩০৬৬.১০	২২৬২৭.২৭
২০১৬-১৭	২৩৩৬০.০০	২৩৩৬০.০০	-	২২৮৩৫.০০	২৩৩৬০.০০	২৩৩১৫.৩২	২৩৩১৫.৩২	২২৮৪৫.৭১
২০১৭-১৮	২৮৩৬৮.০০	২৮৩৬৮.০০	-	২৭৯২৭.৮৭	২৮৩৬৮.০০	২৮৩৪০.০৬	২৮৩৪০.০৬	২৭৯৩৫.৪৩
২০১৮-১৯	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	-	২৫৬৭৯.০০	২৬০০০.০০	২৫৯১১.০৮	২৫৯১১.০৮	২৫৬৪৮.২৮
২০১৯-২০ (ডিসেম্বর/১৯)	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৫৯.০৫	১২৫.০০	১১৮.৭৯	১১৮.৭৯	৫৪.০৬
মোট	**১২২৮১৩.০০**	**১২২৮১৩.০০**	**-**	**১২০৭৪৩.৯২**	**১২২৮১৩.০০**	**১২২৫৫৯.৪৭**	**১২২৫৫৯.৪৭**	**১২০৭১০.১৫**

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• অব্যাহত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি করা	• পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই প্রকল্পে ছেলে ও মেয়েদের তালিকাভুক্তির সংখ্যা ২০১৪ সালের জুন মাসে ছিল ৫৬.৪০ লক্ষ যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৬.৮৮ লক্ষ
• মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা	• এই প্রকল্পটি গঠনের ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ১০.২৭ লাখ শিক্ষার্থী স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার ন্যূনতম ৪৫% নম্বর নিশ্চিত করছে ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে।
• মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা/দাখিল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি গ্রহীতাকে (ছেলে ও মেয়ে) বিয়ে থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমানো	• উপবৃত্তি পাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা যা সরাসরি মোট প্রজনন হার হ্রাস করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে
• আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা	• এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ বছরের মধ্যে ১০.২৭ লক্ষ জন এসএসসি সম্পন্ন করে। যারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে
• দারিদ্র্য বিমোচনে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা	• বিষয়টি নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো গবেষণা নেই। কিন্তু গত পাঁচ বছরে ১০.২৭ লাখ ছেলে-মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। তাদের অনেকেরই চাকরি হয়েছে বলে আশা করা যায় এবং অনেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারা উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে। এভাবে তারা দারিদ্র্য দূর করবে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান	• অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
• শিক্ষক, অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের নারী শিক্ষার বিষয়ে অভিমুখী করা এবং এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা ত্বরান্বিত করতে নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নীত করা।	• ৫৬টি কর্মশালা/সেমিনার এবং ১২৮২টি মা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে জেলা, বিভাগ, উপজেলা এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়েবিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা এবং সর্বাধিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য।

১২. উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ

নির্ধারিত সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৩. অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অডিট বিভাগ কর্তৃক অডিট সম্পাদন করা হয়েছে এবং ১০টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ (ডিসেম্বর ২০১৯) এর অডিট পিসিআর প্রেরণ করা পর্যন্ত সম্পাদন করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প কার্যালয় হতে অডিট বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির পিসিআর মূল্যায়নের জন্য গত ০৪-০৮-২০৩ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলা এবং ২৩/০৮/২০২৩ তারিখ মুন্সিগজ জেলা অংশ, ২৬/০৯/২০২৩ তারিখ কিশোরগঞ্জ জেলা অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি, বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগন, অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১. ধনবাড়ি উপজেলা টাঙ্গাইলঃ

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা দেখা যায়, এই উপজেলাতে সর্বমোট ৪৭টি বিদ্যালয়ে এ প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩৯৫জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পটির প্রারম্ভে উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার্ঠির হাতে নগদ প্রদান করা হত। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ধনবাড়ি উপজেলার বলদিআটা, ছাতারকান্দি, বানিয়াজান উচ্চ বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় ২০১৯ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৯জন, ৭ম শ্রেণিতে ১৩জন, ৮ম শ্রেণিতে ১৪জন ৯ম শ্রেণিতে ২৩জন ও ১৫জন এসএসসি পরিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

১৪.২ মুন্সিগঞ্জ জেলাঃ

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর ও সিরাজদিখান এই দুইটি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, শ্রীনগর উপজেলায় মাদ্রাসাসহ সর্বমোট ২৯টি প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৫৬৭৮ জন শিক্ষার্থীকে এই উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরজদিখান উপজেলার ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৪৯৯৮জন শিক্ষার্থীর মাঝে এই উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

	চিত্র ১: বলদি আটা, ছাতারকান্দি বানিয়াজান উচ্চ বিদ্যালয়, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।
	চিত্র ২: জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।

১৪.৩ কিশোরগঞ্জ জেলাঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ এবং কুলিয়ারচর উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে পাকুন্দিয়া উপজেলায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বমোট ৭২টি যার মধ্যে বিদ্যালয় ৪১টি এবং মাদ্রাসা ৩১টি এবং উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭১০৯জন। ২০১৯ সালে করিমগঞ্জ উপজেলায় উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৬টি এবং উক্ত বছরে এই উপজেলায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বমোট ১১,৫০৭ জনকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। হোসেনপুর উপজেলায় ২০১৯ সালের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই উপজেলায় উক্ত বছর মোট ২১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিল এবং এই উপজেলায় উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১২৪ জন। কিশোরগঞ্জ উপজেলার তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায় যে, এই উপজেলায় প্রকল্পভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বমোট ৫৭ এবং ২০১৯ সালে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেনি পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৬০৫ জন।

১৫. পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১. মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত, প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাউপবৃত্তির টাকা নগদে শিক্ষার্থীর হাতে প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইলে অনলাইন/ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

১৫.২. এই প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি ২০১৪ সালে ৫৬.৪০ লক্ষ ছিল যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৬.৮৮ লক্ষ।

১৫.৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় " সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)- শীর্ষক কর্মসূচি আওতায় ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেনি পর্যন্ত "সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম" শীর্ষক স্কীম পরিচালিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা পুনরায়/ ৩য় পর্যায় শুরু করা হয়নি।

১৫.৪. সরেজমিনে পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের সাথে কথোপকথনকালে জানা যায় যে, সে শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা বণ্টন করা হয়েছে।

১৫.৫ মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সিম পরিবর্তন, পিন ভুলে যাওয়া এবং ফোনে প্রতারণার শিকার হওয়াসহ শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

১৫.৬ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষার সমাপ্তি (এসএসসি) পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা অর্থাৎ যে সমস্ত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি গ্রহণ করবে তাদেরকে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার জন্য বিদ্যালয় থেকে মোটিভেশন প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের পিসিআর মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে দেখা যায় যে, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী বিবাহিত ছিল।

১৬. সুপারিশঃ

১৬.১. শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে এসইডিপি শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় "সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম" শীর্ষক স্কীমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এক্ষেত্রে সিম পরিবর্তন, পিন ভুলে যাওয়া এবং ফোনে প্রতারণার শিকার হওয়াসহ শিক্ষার্থীগণ উওবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়ে বর্তমানে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত স্কীমের স্কীম ডিরেক্টর কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এ বিষয়ে স্কীম পরিচালক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সহায়তায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণের বিড়ম্বনা কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

১৬.২. বর্তমানে এসইডিপি কর্মসূচির আওতায় "সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম" শীর্ষক যে স্কিম পরিচালিত হচ্ছে সে স্কিমের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্ত হচ্ছে তাদেরকে " বাল্যবিবাহের কুফল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি- ইত্যাদি- বিষয়ক বিশেষ মোটিভেশন প্রদান করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।